দৈনিক ইত্তেফাক

13

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ 05 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩
২১শে বৈশাখ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

সে যুগের মুসলিম চিকিৎসা শাস্ত্র

মমতাজ ওয়াদুদ

প্রাক ইসলামী আরবগণের স্বদেশের প্রাণী, গাছপালা ও পাথর সম্পর্কে কিছু জ্ঞান ছিল। এই সকল পদার্থের ঔষধ সম্পর্কিত মূল্য তাহারা জানিতেন। ইসলামের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে যে সমস্ত চিকিৎসাবিদ আরবে বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে হারিস বিন কালদা এবং নাসির বিন আল গাথার নাম বিখ্যাত। হারিস বিন কালদাকে 'আরবদের চিকিৎসক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই সকল চিকিৎসক ইরানের জুন্দিশাপুরের কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। হযরত মুহম্মদ (দঃ) কেবল একজন শিক্ষক, ধর্মবিদ ও নবীই ছিলেন না. তিনি একজন চিকিৎসকও ছিলেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুসারীদিগকে চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার অনুমতি দিয়েছিলেন। বিভিন্ন রোগের নিরাময় সম্বন্ধে সহি বুখারীতে দুইটি অধ্যায় রহিয়াছে। উমাইয়া খলিফাগণ চিকিৎসা শাস্ত্রে উন্নতি করিয়াছিলেন। কিন্তু আরবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় আব্বাসীয় আমলে। হুনায়ান বিন ইসহাক, ইসা বিন ইয়াহিয়া, থাবিত বিন কুররা, কুস্তা বিন লুকা প্রমুখ ব্যক্তিগণ চিকিৎসা শাস্ত্রে মৌলিক অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। আস-সুফী নামে পরিচিত জাবির বিন হাইয়ান একজন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের কোন দলিল পাওয়া যায় না। আল মনসুরের শাসনকালে গ্রীক বিজ্ঞানের অনুবাদ কার্য জুন্দিশাপুর কলেজে পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করা হয়। জুন্দিশাপুরের প্রধান চিকিৎসাবিদ বখত-ইশুর পুত্র জুরপাসকে তিনি দরবারে আমন্ত্রণ করেন। এই বখত-ইশুর পরিবার বংশপরম্পরায় কমপক্ষে সাতপুরুষ চিকিৎসাকার্যে খ্যাতি লাভ করেন। রোগ নিরাময়ে ঔষধ প্রয়োগ ব্যবস্থায় আরবগণ বিশেষ অগ্রগতি সাধন করেন। তাঁহারা প্রথম ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভেষজ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইউহান্না বিন মাসাওয়েই আরবীতে বহু চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থ "আল-আশার মাকালাত ফিল আইন" ইংরাজীতে অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। হুনায়ান বিন ইসহাক অনেক চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার ভিতর "questions on medicine and ten treatises of the eye" সবচেয়ে বিখ্যাত। ইসা-বিন-ইয়াহিয়া, ইসহাক বিন হুনায়ান, হুবায়াল ও কুস্তা-বিন-লুকা অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ গ্রন্থ এখন লুপ্ত হইয়াছে। কায়রোতে এই সকল গ্রন্থের একখানা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ৩১ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে স্বাস্থ্য, রোগের কারণ, রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ৯০০ শত হইতে ১১০০ শত খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগকে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এতদিন পর্যন্ত মুসলমান চিকিৎসকগণ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের রক্ষণ ও সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহারা নিজেদের সম্পদের উপর নির্ভর করিতে ও উন্নতি লাভ করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল বিজ্ঞান ক্রমশঃ খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে মুসলিম পণ্ডিতদের অধিকারে আসিতে থাকে। আলী আত তাবারি আল রাযী, আলীবিন আব্বাস ও ইবনে সিনা পৃথিবীর ইতিহাসে চিকিৎসা শাস্ত্রে অতুলনীয় স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন। ইরানের তাবারি স্থানের অধিবাসী আলী ইবনে রাব্বান আত তাবারি খলিফা মুতওয়াক্কিলের প্রিয় চিকিৎসক ছিলেন। এবং তাঁহার সাহায্যে বিখ্যাত গ্রন্থ ফিরদৌস-উল-হিকমত (The paradise of medicine) রচনা করেন। ইহা গ্রীক, ইরানী ও ভারতীয় শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। আবুবকর মুহম্মদ বিন জাকারিয়া আল রাযী মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রায় একশত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বসন্ত ও হাম সম্পর্কিত তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-পুদারী-আল হাসবাহ" প্রথমে ল্যাটিন ও পরে ইংরেজীসহ অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। এইগ্রন্থ আরবদের চিকিৎসা শাস্ত্রের অলঙ্কার স্বরূপ। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাগ্রন্থ "আল হাউই" বিশখণ্ডে লিখিত। ইহা ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রকে প্রভাবিত করিয়াছিল। আলরাযী বাগদাদ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে পুষ্টি, পচন, চক্ষু ও রসায়ন সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে। আলী বিন-আল-আব্বাস ঔষধের সূত্রও ব্যবহার সম্বন্ধে "আল কিতাব আল মালিক" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে ঔষধের সূত্র ও ব্যবহার আলোচিত হইয়াছে। ইবনে সিনা একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় মুসলিম চিকিৎসাবিদ্যা সমৃদ্ধির শীর্ষ শিখরে উন্নীত হইয়াছিল। মাত্র সতর বৎসর বয়সে চিকিৎসক হিসাবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। সমস্ত চিকিৎসক অপারগ হওয়ার পরে শুধু ইবনে সিনাই সুলতান নুহ বিন মনসুরকে আরোগ্য করিয়া তোলেন। তিদি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চিকিৎসার উপর তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "কানুন-ফিত-তিব" (Cannon of medicine) আরব জগৎ হইতে ইউরোপে আনীত সর্বাধিক প্রভাবশালী গ্রন্থ। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে আরও পনরোটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ কানুন ছিল চিকিৎসা শাস্ত্র এবং শল্যবিদ্যা সম্পর্কিত একটা পরিপূর্ণ বিশ্বকোষ। এই গ্রন্থে রোগনিবারণবিদ্যা ও ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আবুল কাসেম (আলবুকাশিস) ছিলেন কর্ডোভার দরবারের চিকিৎসক। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "আত-তাশরিফ" ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে অস্ত্রোপচারসহ চিকিৎসা সম্পর্কিত সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইউরোপে অস্ত্রোপচার প্রবর্তনে এই গ্রন্থ বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল। অন্যান্য চিকিৎসাবিদের ভিতরে ইবনেবাজ ইবনুল ওয়াদফ ইবনুল জাযযার, ইবনে রুশদ, ইবনে যোবের নাম বিখ্যাত। এই সকল চিকিৎসকের ভিতরে ইবনে রুশদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে ঔষধ সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন এবং অনেক প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন। মুসলিম হাসপাতালে মহিলা রোগীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তখন স্থায়ী হাসপাতাল ছাড়াও অনেক ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল ছিল।

সে যুগের মুসলিম চিকিৎসা শাস্ত্র

(৫ম পৃঃ পর)

মওয়াফিকও প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের অপর শাখা "রোগ নির্ণয় বিদ্যা" মুসলিম আমলে উন্নতির চরমে উপনীত হইয়াছিল। চক্ষু চিকিৎসা বিদ্যাও মুসলিমদের নিকট ঋণী। বসরার আবু আলীদু-সাইন আল-হায় আথ বাতাসের ওজন ধরিয়া- দৃষ্টির প্রকৃতি সম্বন্ধে গ্রীকদের ভুল ধারণা সংশোধন করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আলোক রশ্মি বাহিরের বস্তু হইতে চক্ষুতে আসে। চক্ষু হইতে বস্তুর উপর যায় না। তিনি আবিষ্কার করেন যে, আলোর বিকিরণ আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। তিনি চক্ষু সম্পর্কে বহু বই লিখিয়াছিলেন এবং ইহাদের ভিতর একটি ছিল আলোক সংক্রান্ত। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে রঙধনু, জ্যোতির্মণ্ডল, গোলাকার ও অর্ধ-গোলাকার আয়না সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে।